যায়যায়দিন

তারিখ 17 JAN 2004
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১......

পাঠ্যবই সঙ্কট সারাদেশেই

যাযাদি ডেস্ক

সারাদেশেই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সঙ্কট অব্যাহত রয়েছে। আমাদের স্টাফ রিপোর্টার, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

গাজীপুর : জেলায় মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ সুযোগে বই স্টকে রেখে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পাঠ বই নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গাজীপুরে বিভিন্ন বইয়ের দোকানে মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য সব বই পাওয়া যাচ্ছে

পৃ ৪ >> ক ১

পাঠ্যবই সঙ্কট সারাদেশে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

না। প্রতি ক্লাসের দুই বা তিনটি করে বই মিললেও বই প্রতি বেশি দাম দিতে হচ্ছে ক্রেতাদের।

এ ব্যাপারে জেলা শহরের রাজবাড়ি রোডের ঢাকা বুক সেন্টারের মালিক জাহিদ হোসেন জানান, বোর্ড নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বই কিনতে হচ্ছে বলে আমরাও বেশি দামে বিক্রি করছি।

নারায়ণগঞ্জ : শহরের ডিআইটি এলাকার ইসলামী বইঘর, চাষাঢ়ার মমতাজ বইঘর এবং নিউ ঢাকা বুক হাউসের বিক্রেতারা জানান, বাংলা, অংক, ইংরেজি বই ছাড়া বোর্ডের অন্যকোনো বই পাওয়া যাচ্ছে না। চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত বই নেই। প্রকাশকরা কমিশন দিচ্ছে না। তাই গায়ের মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বই বিক্রি করতে হচ্ছে।

খুলনা : বোর্ডের বই নির্ধারিত দামের চেয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সরবরাহ কম হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে কয়েকজন পাইকারি বিক্রেতা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বই নিয়ে কারসাজি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর এক সেট বইয়ের দাম ৭৮ টাকা হলেও অনেক দোকানে তা ৯০-৯৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সপ্তম শ্রেণীর ৮৮ টাকা সেটের বই ১০০ টাকায়, অষ্টম শ্রেণীর ১০১ টাকা সেটের বই ১২০ টাকায় এবং নবম শ্রেণীর ১৫৬ টাকা সেটের বই ১৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে। কেউ দু'একটি বই কিনতে চাইলে তাকে দেয়া হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম : নগরীর আন্দরকিল্লায় অবস্থিত অভিজাত কয়েকটি লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহরের সবখানেই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট রয়েছে। প্রথম ধাপের কয়েকটি বই লাইব্রেরিতে পাওয়া গেলেও বিক্রেতারা নোট বা গাইড বই ছাড়া বিক্রি করছে না। এখানকার তাজ ও পাঠকবন্ধু লাইব্রেরির বিক্রেতারা জানান, প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কিনতে না পারায় এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

এছাড়া রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট এবং যশোরেও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট রয়েছে বলে জানা গেছে। বরিশালের সদর রোডের বুক ভিলা, বইপত্র লাইব্রেরি, সিলেটের পপি লাইব্রেরি এবং বন্ধু লাইব্রেরির বিক্রেতারা প্রকাশকদের কাছে চাহিদামত বই না পাওয়ার অভিযোগ করেন। এছাড়া প্রকাশকরা কোনো কমিশন না দেয়ায় খুচরা বিক্রেতাদের বেশি দামে বই বিক্রি করতে হচ্ছে বলে তারা জানিয়েছেন।